যে-ঘরটিতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে...

ত স লি মা না স রি ন

আমি এখন একটা ঘরে বাস করি, যে -ঘরে বন্ধ-একটা জানালা আছে,
যে-জানালা আমি ইচ্ছে করলেই খুলতে পারি না।
ভারী 'র্দায় জানালাটা ঢাকা, ইচ্ছে করলেই আমি সেটা সরাতে পারি না।

এখন একটা ঘরে আমি বাস করি,
ইচ্ছে করলেই যে-ঘরের দরজা আমি খুলতে পারি না,
চৌকাঠ ডিঙোতে পারি না।

এমন-একটা ঘরে বাস করি,
যে-ঘরে আমি ছাড়া প্রাণী বলতে দক্ষিণের
দেয়ালে দুটো দুর্বল টিকটিকি—মানুষ বা মানুষের -মতো -দেখতে কোনও
প্রাণীর এ-ঘরে প্রবেশাধিকার নেই—একটা ঘরে আমি বাস করি,
যে-ঘরে শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় আমার।

আর -কোন শব্দ নেই চারদিকে, শুধু মাথা - ঠোকার শব্দ।
জগতের কেউ দ্যাখে না, শুধু টিকটিকিদুটো দ্যাখে,
বড়-বড় চোখ করে দ্যাখে, কী জানি কষ্ট পায় কি না...
মনে হয় পায়
ওরাও কি কাঁদে, যখন কাঁদি?

একটা ঘরে আমি বাস করি, যে-ঘরে বাস করতে আমি চাই না
একটা ঘরে আমি বাস করতে বাধ্য হই,
একটা ঘরে আমাকে দিনের -পর - দিন বাস করতে বাধ্য করে গণতন্ত্র,
একটা ঘরে, একটা অন্ধকারে, একটা অনিশ্চয়তায়, একটা আশঙ্কায়
একটা কষ্টে, শ্বাসকষ্টে আমাকে বাস করতে বাধ্য করে গণতন্ত্র।
একটা ঘরে আমাকে তিলে-তিলে হত্যা করছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা।
একটা ঘরে আমাকে বাধ্য করছে প্রিয় ভারতবর্ষ...

ভীষণরকম ব্যস্তসমস্ত মানুষ এবং মানুষের-মতো-দেখতে প্রাণীদের
সে-দিন দু-সেকেন্ড জানি না সময় হবে কি না দ্যাখার,
ঘরে থেকে যে-দিন জড়বস্তুটি বেরোবে,
যে-দিন পচা-গলা একটা পিণ্ড। যে-দিন হাড়গোড়।
মৃত্যুই কি মুক্তি দেবে শেষ - অবধি? মৃত্যুই বোধহয় স্বাধীনতা দ্যায়
অতঃপর চৌকাঠ - ডিঙোনোর!

হাওয়ালি দ্বীপে সূর্যোদয়

রামচন্দ্র পাল

কোথায় সূর্যোদয় আকাশ অনেক দূর ঢেকে আছে মেঘে
দু-এক টুকরো আলো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এদিকে-ওদিকে

আমরা দু-জন শুধু। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকি
মেঘের অনেক কাছে সাদা -রং দুটি - একটি পাখি

উড়ে যাচ্ছে অনায়াস কোথায় কে জানে
আমরা দু-জন শুধু, জানি না, এসেছি কেন কীসের সন্ধানে

সূর্যোদয় হবে ভেবে দিগন্তের দূর শুধু দেখি পূর্বদিকে
জলের বিস্তার ছুঁয়ে মেঘের অক্ষরে কারা
নীরব গোঙানি গেছে লিখে...

মৃত বালিহাঁস

বিভাস রায়চৈধুরী

এসো চণ্ডাল, অলিতে-গলিতে
চিৎকার করো, আর
কান্না লুকাও, ফাঁস করে দাও
নিষিদ্ধ ভাণ্ডার!

রাত্রি এখন সুদূর শুধুই।
জোছনাপ্রবণ গাছে
অপরাধী সব জামাদের দেখি
রক্ত মোছার কাজে!

ছুটতে - ছুটতে তোমাকে
ডাকছি—
চণ্ডাল, তুমি শোনো!
চোখের আগুনে ছাই করে দিতে
পারবে না কক্ষনও?

আমার নদীটি মৃত বালিহাঁস।
জল খেয়েছিল প্রেতে।
সহ্য হয় না দিবসের ঘুম
রাত্রির তলপেটে!

জানিনা তেমন ভাষার খবর।
মূর্ছার সাধনায়
আমার মৃত্যু ভেসে গেছে কবে
কবিতার সংজ্ঞায়...

এসো চণ্ডাল, গণনার কাজে।
করোটি এখানে প্রথা!

প্রতিটি মৃত্যু আগামী মৃত্যু
তীব্র, খরস্রোতা...

ভেলা

পৌলোমী সেনগুপ্ত

ঢেউয়ের মতন ঘুম, রাতভর যায়-আসে
আছড়ায় চোখের কিনারে...
আমি একা ভেসে থাকি বুকে নিয়ে পোড়াকাঠ
দোল খাই ভরা-সংসারে।
কচুরিপানার মতো তুমিও তো ভেসে যাও
ছোঁয় কি ছোঁয় না দুটো হাত
রোদ্দুরে - বৃষ্টিতে জোরালো জলের স্রোতে
তোমার - আমার ধারাপাত।
নিরাপদ-নিঃসীম ভেসে-যাওয়াটুকু নিয়ে
যতই কাব্য করে মন
আমি তো দিব্যি জানি, খোঁড়া সেই অজুহাত
ডুবে গেলে ছন্দপতন।
ঘোলাটে জলের বুকে আর যারা বেঁচে আছ
বারবার আড়চোখে চায়
অন্ধ চোখের মণি, জিভে নাগিনীর ধার
কুশলপ্রশ্ন বেচে খায়।
ঘুমিয়েছি তাই আছি, ভেসে যাই ভেলা হয়ে
জাগরণে মরা নিশ্চিত

তুমি তো এ-সব জানো! সমুদ্রে যাই তবে...
ভেসে যাক ইট-বালি, ভিত!

স্বীকারোক্তি

সব্যসাচী সরকার

আমি তো কিচ্ছু বলিনি,
মৌন থেকেছি
অল্প হেসেছি
তবু প্রতিবাদ করিনি।

আমি তো কিচ্ছু বলিনি
মিছিলের রং
লাল নাকি নীল
বিশ্বাস করো, বুঝিনি।

আমি তো কিচ্ছু বলিনি,
কালো - কালো মাথা
আর নীরবতা
কেন এত ভিড়, বুঝিনি।

আমি তো কিচ্ছু শিখি না।
জন্মকাহিনি,
কেন বেঁচে আছি,
কিছুই বুঝতে পারি না।

রাত জেগে দেখি টিভিতে নাচছে
শাহরুখ আর করিনা...

ছবিদেশ

জয় গোস্বামী

বড় বেলা হল ছবিদেশে
ও কাহার কথা কুন্দমণি
আসে তার ছায়াবন্ধ ভালো
ময়লা মেখে ভাগে মা জননী

আমি কি জন্মের আগে থেকে
রেখে গেছি পুনঃপুনঃ চাঁদ?
গাছ উল্টো : আকাশে শিকড়
পাতা নীচে ধুলো ঝাঁট দেয়

আকাশে কয়েকটা করে চাঁদ
প্রতিটি চাঁদেরই বাঁধা ভেলা
আকাশও মোটেই একটা নয়
প্রতি-চাঁদে বয় দুগ্ধস্রোত

চাঁদে হাত ডোবালে আদর
কোনও চাঁদ ছাড়তে চাইছে না
হাতে এসে গরম ছায়ারা
মুখ ঘষে, শুতে চলে যায়

আমারও ছবির বেলা ভাঙে
কুন্দফুল জানালার তলায়
ভাঙা-ঘুম তাকাল আকাশে:
মেঘে মা-জননী ভেসে যায়